যুগান্তর

তারিখ ..22 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ..৬... কলাম.... 2......

ভর্তি ফরমের দাম ও সেশন ফি বাড়ানোর দাবি হাইস্কুল প্রধানদের

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি হাইস্কুলের প্রধানরা (অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক) ভর্তি ফরমের দাম ও সেশন ফি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। তারা শিক্ষার্থী ভর্তিতে ৪০ শতাংশ 'এলাকা কোটা' চালুর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেশের বেসরকারি হাইস্কুলে ভর্তি নীতিমালা চূড়ান্তকরণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা উল্লিখিত দাবি ও মতামত জানান।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুল প্রধানরা নিজ নিজ এলাকার এরিয়া নির্ধারণ করে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে জমা দেবেন ৭ নভেম্বরের মধ্যে। জেলা শিক্ষা অফিস তা সমন্বয় করে ১০ নভেম্বর এ প্রতিবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) পাঠাবেন। পরে চূড়ান্ত ভর্তির নীতিমালায় স্কুলগুলোর এলাকা নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কারণ রাজধানীর একই এলাকায় একাধিক বেসরকারি স্কুল রয়েছে। ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা বা ক্যাচমেন্ট এরিয়া কোটা ১ম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বেসরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকরা ভর্তি ফরমের মূল্য এবং সেশন ফি বিগত বছরের চাইতে বাড়ানোর দাবি করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট হারের উল্লেখ করেননি তারা। বর্তমানে ভর্তি ফরমের মূল্য ২শ' টাকা এবং সেশন ফি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত স্কুলে বাংলা মাধ্যমে ৮ হাজার এবং ইংরেজি মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা। স্কুল প্রধানরা এ হার বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দিয়ে দাবি করেছেন, এ হার সব স্কুলের ক্ষেত্রেই এক হওয়া উচিত। কারণ ননএমপিও শিক্ষকদেরও সমহারে বেতন-ভাতা দিতে হয় কর্তৃপক্ষকে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স ৬ বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে জন্ম নিবন্ধনের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ভর্তির ক্ষেত্রে বিগত বছরের অধিকাংশ নীতিমালাই বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে বৈঠকের কার্যপত্রে।

শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে বৈঠকে অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, যুগ্ম সচিব একেএম জাকির হোসেন ভূঁইয়া, মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুজ্জামান, পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন, উপ-পরিচালক মোস্তফা কামাল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া বেগম, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সম্পর্কে চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, রাজধানীর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধানরা ভর্তি ফি ও সেশন চার্জ বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন তবে তা চূড়ান্ত হয়নি।